যুগান্তর
১৭
FEB. 2001
তারিখ ...
পৃঃ ৭ কলাম ৪

কেমন চলছে কৃষি ক্যাম্পাসের ছাত্র রাজনীতি

ছাত্রলীগ চায় বাকসু নির্বাচন : ছাত্রদলের অভিযোগ 'ওরা আমাদের কর্মকাণ্ডে বাধা দিচ্ছে'

জাহেদুল আলম রুবেল

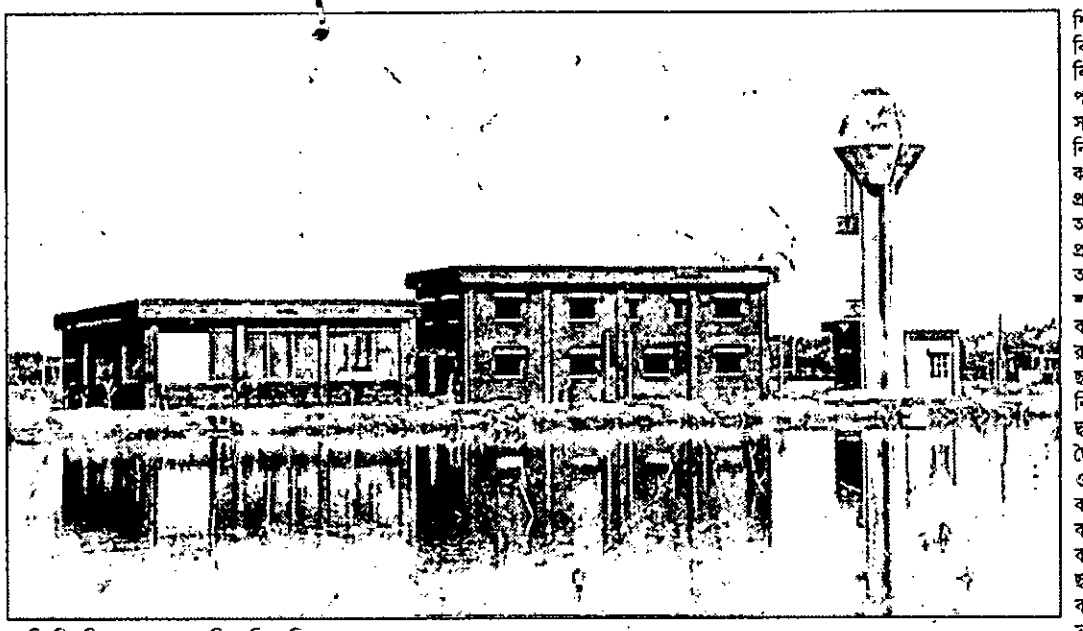

ব্রহ্মপুত্র তীরে কৃষি ক্যাম্পাস। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ছাত্রছাত্রীরা শুধু লেখাপড়া আর গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকে না। ছাত্র রাজনীতিতেও তারা সমান সোচ্চার। কৃষি ক্যাম্পাসে এখন কেমন চলছে ছাত্র-রাজনীতি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারাই বলেছেন সে কথা।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ফিশারিজ কমপ্লেক্স

বিশ্বনাথ সরকার বিটু সভাপতি, ছাত্রলীগ

১৯৯৬ সালের ৯ নভেম্বর ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হত্যাকাণ্ডের পর আজ পর্যন্ত কৃষি ক্যাম্পাসে কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেনি। নেই কোন অস্ত্রের ঝনঝনানি। আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় গত চার বছরে অনির্ধারিত বন্ধ হয়নি একবারও। এসবই সম্ভব হয়েছে ছাত্রলীগের কল্যাণে। বলেছেন ছাত্রলীগ বাকৃবি শাখার সভাপতি বিশ্বনাথ সরকার বিটু। তিনি বলেন, আমরা গত সাড়ে তিন বছরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসের রোপিত বীজ উপড়ে ফেলেছি। ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছে শান্তি। সন্ত্রাসের কারণে বড় সংগঠনের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেত সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। তারা তাদের অভাব-অভিযোগের কথা মুখ ফুটে বলতে পারত না। এখন আর সেই দিন নেই, পরিবেশ

এবং পরিস্থিতি দুটোই সমান তালে পাল্টে গেছে। বিটু বলেন, এখানে সন্ত্রাস নেই, সন্ত্রাস নেই বলে সেশনজট একেবারে শূন্যের কোঠায়। আমাদের মধ্যে কোন গ্রুপিং নেই, কোন্দল নেই। ১৯৯৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে বাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাকসুতে আমরা বিজয়ী হয়েছি। বাকসুর মেয়াদ শেষ হয়েছে। আমরা এই সুন্দর পরিবেশে বর্তমান প্রশাসনের কাছে বাকসু নির্বাচন দাবি করছি, যেন বাকসুর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গন, সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ ছাত্রসমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করতে পারি।

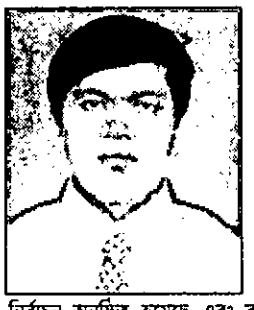

সন্ত্রাসের কারণে বড় সংগঠনের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেত সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। তারা তাদের অভাব-অভিযোগের কথা মুখ ফুটে বলতে পারত না। এখন আর সেই দিন নেই, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি দুটোই সমানতালে পাল্টে গেছে।

এসএম খালিদ সভাপতি, ছাত্রদল

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। কিন্তু সেই গর্ববোধে তখনই চিড় ধরে, যখন অনুভব করি কৃষি ক্যাম্পাসে সুস্থ রাজনীতি চর্চা নেই, নেই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। বলেছেন

ছাত্রদল বাকৃবি শাখার সভাপতি এসএম খালিদ। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে কৃষি ক্যাম্পাসের করুণচিত্র সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং ময়মনসিংহবাসীর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। ছাত্রদল ক্যাম্পাসের বৃহত্তম ছাত্র সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ চার বছর ধরে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারছে না। ১৯৯৬ সালের ৯ নভেম্বর ছাত্রদলবিহীন ক্যাম্পাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায়ভার ছাত্রদলের কাঁধে চাপানো হয় এবং ছাত্রদলের ৪৭ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। সুস্থ রাজনীতি নেই বলে আমাদের দুই শতাধিক নেতাকর্মীর জীবন থেকে হারিয়ে যায় একাধিক শিক্ষা বছর। এখনও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের বাইরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। যারা হলে উঠেছে তারাও আতঙ্কে থাকে সারাক্ষণ। ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আমাকে ছয় সেমিস্টারের জন্য এমএস ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ছাত্রদলের আরও ১০ জন নেতার ওপর বিভিন্ন মেয়াদে এমএস ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার অধিকার থেকেও আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

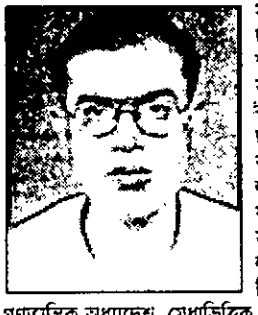

সুস্থ রাজনীতি নেই বলে আমাদের দুই শতাধিক নেতাকর্মীর জীবন থেকে হারিয়ে যায় একাধিক শিক্ষা বছর। এখনও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের বাইরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। যারা হলে উঠেছে তারাও আতঙ্কে থাকে সারাক্ষণ।

আহসান হাবিব শামীম সভাপতি, ছাত্রফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের বাকৃবি শাখার সভাপতি আহসান হাবীব শামীম বলেন, 'সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সন্ত্রাস ও অরাজকতা বন্ধের লক্ষ্যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ, মেধাভিত্তিক সিটবণ্টন, নীতিমালার বাস্তবায়ন ও সব ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে পরিবেশ-পরিষদ গঠনের দাবির সঙ্গে অবিলম্বে সব বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহার, সেমিস্টার সিস্টেম (কোর্স ক্রেডিট) চালু, নতুন ছাত্রীহল নির্মাণ, সপ্তাহে সাতদিন লাইব্রেরি খোলা ও লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট চালুসহ ৭ দফা দাবিনামা নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কয়েকবার আমাদের দাবিগুলোর সাথে একাত্মতা পোষণ করলেও দাবি বাস্তবায়নে কোন সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতির দায়ভার ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নতুন নতুন বর্ধিত ফি ছাত্রদের ওপর ধার্য করছে।

আরিফ আনাম সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রলীগ

শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির পতাকাবাহী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার ঐতিহ্যকে লালন করেছে। কৃষি ক্যাম্পাসকে করেছে

অস্ত্রমুক্ত, ঝরেনি কারও শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত, নষ্ট হয়ে যায়নি শিক্ষা জীবনের স্বর্ণালী অধ্যায়গুলো– এসবই ছাত্রলীগের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফ আনাম। তিনি বলেন, এখনও আমরা ভুলে যাইনি ১৯৯১ সালের কথা, ২৯ এপ্রিল গভীর রাতে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ঘুমন্ত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর অতর্কিত নগ্ন হামলা চালিয়েছিল। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দখল করে চালিয়েছিল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। হত্যা করেছিল শাহজালাল হলের ছাত্র সবুজকে, তাদের সঙ্গে তখন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়েছিল স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত শিবির চক্র। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় মাসের পর মাস বন্ধ ছিল। এতে বিঘ্নিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, সৃষ্টি হয় সেশনজট। আবার ১৯৯৬ সালের ৯ নভেম্বর তাদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে নিহত হয় কামাল ও রণজিত। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে প্রাণচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন বাকসু নির্বাচন। অবিলম্বে বাকসু নির্বাচন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণের এই দাবিকে কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেবেন বলে আমি আশা করছি।

শাহাদত হোসেন বিপ্লব সা. সম্পাদক, ছাত্রদল

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছাত্র রাজনীতির গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় নেই। ছাত্রদল কৃষি ক্যাম্পাসের বৃহত্তম সংগঠন। অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে এই ক্যাম্পাসে ১৯৯৬ সাল থেকে ছাত্রদলের নেতা ও সক্রিয় কর্মীদের ওপর চলছে দৈহিক, মানসিক ও শিক্ষাকার্যক্রমে অংশগ্রহণের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন। ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডার আর তাদের সহযোগী বিশ্ববিদ্যালয়েরই কতিপয় হীনম্মন্য আওয়ামী নামধারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা এই নির্যাতনের মূল হোতা। এ অভিযোগ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লবের। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালের ২ নভেম্বর পুলিশের সহায়তায় বন্দুকের নলের মুখে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা ছাত্রদলের নেতাকর্মীসহ প্রায় দেড় হাজার ছাত্রকে

তাদের বৈধ সিট থেকে উচ্ছেদ করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। রুমগুলোতে অগ্নি-সংযোগ, বই, নোট, কাপড়-চোপড় নষ্ট করে দেয়। ১৯৯৬ থেকে '৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ ছাত্রকে তাদের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। এখনও পর্যন্ত ছাত্রদলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থাকছে সবসময় নিষেধাজ্ঞা। ছাত্রদলের মিলাদ মাহফিল, ইফতার পার্টিসহ একুশের প্রভাতফেরিতে করা হয়েছে ন্যক্কারজনক হামলা, প্রতিবাদে বিচার চাইতে গেলে টিএসসি এলাকায় ছাত্রদল নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ করা হয়।

অর্ধেন্দু সাহা অভি সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ছাত্র রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সুপরিকল্পিতভাবে রাজনীতির চরিত্র হনন করছে পুঁজিবাদী ধনিক লুটেরারা। সুস্থ ধারার ছাত্র রাজনীতিকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে সন্ত্রাসের দায়ভার গোটা ছাত্র সমাজের ওপর চাপিয়ে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পাঁয়তারা

চলছে– বলেছেন ছাত্র ইউনিয়ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অর্ধেন্দু সাহা অভি। তিনি বলেন, দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আজ অস্ত্রের ঝনঝনানি, লুটেরারা লুট করছে তেল, গ্যাস। পেশীনির্ভর জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্রসংগঠন নামের লাঠিয়াল বাহিনী, মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট চক্র কায়েম করেছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের নিরাপদ রাজত্ব। আমাদের জীবন থেকে সোনালী সময়গুলো নির্দয়ভাবে কেড়ে নিচ্ছে সেশনজট নামক নীরব ঘাতক। শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা আমাদের ছাত্র জীবনকে করছে বিলম্বিত ও পঙ্গু।